2nd sem (Programme)

বিষয় - বাংলা সাহিত্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ।

Scanned with CamScanner

মিশ্রবৃত্ত ছন্দ বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

অথবা তানপ্রধান ছন্দ / মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ / পয়ারজাতীয় ছন্দ

যে কাব্যছন্দে রুদ্ধদলের মাত্রাগণনা পদ্ধতিতে 'দলমাত্রা' ও 'কলামাত্রা' — এই দুই রীতিই মিশ্রভাবে উপস্থিত, অর্থাৎ পদান্ত বা শব্দান্তের রুদ্ধদল গণনা 'কলামাত্রা'-নির্ভর (২ মাত্রা) এবং অন্যক্ষেত্রে রুদ্ধদল 'দলমাত্রা'-নির্ভর (১ মাত্রা), সেই দীর্ঘ পর্ববিশিষ্ট — প্রধানত সুর বা তানপ্রধান — জোড় সংখ্যক পর্ববিশিষ্ট — সর্বাধিক রুদ্ধদল শোষণের সম্ভাবনাযুক্ত— দীর্ঘ ঐতিহ্যময় কাব্যছন্দকেই বলা হয় 'মিশ্রবৃত্ত ছন্দ' বা 'অক্ষরবৃত্ত ছন্দ'।

মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশীয় ধর্ম-সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, আখ্যান ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থই লেখা হয়েছে এই ছন্দকে আশ্রয় ক'রে। পাঁচালী বা পয়ার নামেই এই ছন্দ বহুকালাবধি পরিচিত থাকায় মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে অনেকে **'পয়ারজাতীয় ছন্দ'** বলে চিহ্নিত করতে চান। তবে পয়ার এজাতীয় ছন্দের একটি বিশেষ রূপবন্ধ (৮ + ৬ মাত্রা), ফলে এই নামকরণ অব্যাপ্ত দোষদুষ্ট এবং কোনো ছন্দবৈশিষ্ট্য প্রকাশের অনুপযোগী।

এই ছন্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধীর লয় ও তানের বাহুল্য দেখে একে **'তানপ্রধান ছন্দ'** নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তান মিশ্রবৃত্তের একটি অন্যতম লক্ষণ মাত্র, যা সর্বক্ষেত্রে যথার্থ নয়। এতএব 'তানপ্রধান' নামটিও ছন্দবৈশিষ্ট্য নির্ণায়ক নয়।

'মিশ্রবৃত্ত' বা 'অক্ষরবৃত্ত'-র ঐতিহ্য সু প্রাচীন। দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি ও রুদ্ধদল শোষণের ক্ষমতা থাকায় এই ছন্দে বাক্-বিস্তারের সুযোগ আছে। ফলে চিরকালই কবিগণ এই ছন্দে কাব্যরচনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। তাছাড়া এই ছন্দের প্রকৃতি দীর্ঘ আখ্যানকাব্য রচনার উপযোগী। তাছাড়া মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য প্রকাশেরও উপযোগী এই মিশ্রবৃত্ত ছন্দ।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই ছন্দে অক্ষর বা বর্ণসংখ্যাই মাত্রা সংখ্যার নির্ণায়ক। একটি পঙ্‌ক্তিতে অক্ষর বা হরফ গণনা করেই এই ছন্দে নাকি মাত্রা নির্ণয় সম্ভব।

যেমন —

মুচাড়িয়া দুটা গোঁফ / বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাণ্ডি / আমানি উজাড়ে।।

— এই উদ্ধৃতাংশে দল-গণনার কোনো প্রয়োজনই নেই। কেবলমাত্র হরফ বা অক্ষর বা বর্ণ-গণনা করলেই দেখা যাবে এখানে প্রতি পঙ্‌ক্তিতে পর্বানুযায়ী বর্ণ আছে ৮ + ৬। অতএব বলা যেতে পারে, এই কবিতার পঙ্‌ক্তির মাত্রাসংখ্যাও ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রা। এই প্রচলিত ধারণা থেকেই প্রবোধচন্দ্র সেন প্রথমে এই ছন্দের নামকরণ করেছিলেন **'অক্ষরবৃত্ত ছন্দ'**। এই নামটাই অদ্যাবধি বেশি প্রচলিত।

Scanned with CamScanner

কিন্তু পরবর্তীকালে প্রবোধচন্দ্র এই নাম বর্জন ক'রে এই ছন্দের নামকরণ করেন **মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ'** বা **মিশ্রবৃত্ত ছন্দ'**। বাস্তবিক, দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষরকে (বর্ণকে) মাত্রাগণনার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা অযথার্থ এবং তাতে বিভ্রান্তিরও সম্ভাবনা। তাছাড়া বাংলা ছন্দালোচনায় 'অক্ষর' ও 'দল' সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত। দল বা অক্ষর সংখ্যার অনুসারে মাত্রা-গণনা হয়ে থাকে দলবৃত্ত ছন্দে। অতএব এদিক থেকেও **'অক্ষরবৃত্ত'** নামকরণ বিভ্রান্তিকর। যেহেতু রুদ্ধদলের মাত্রাগণনায় একটি মিশ্ররীতিই এখানে প্রযুক্ত নয়, সেহেতু **'মিশ্রবৃত্ত'** নামটিই অধিকতর সঙ্গত।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে মুক্তদল অন্যান্য রীতির ছন্দের মতোই এক মাত্রা। কিন্তু রুদ্ধদলের ক্ষেত্রে মাত্রানির্ণয়ে 'দলমাত্রা' ও 'কলামাত্রা' — এই দুই রীতিই প্রযুক্ত। একক অথবা পদান্তের রুদ্ধদল 'কলামাত্রা' অনুযায়ী দুই মাত্রা, আবার পদের প্রথম বা মধ্যবর্তী রুদ্ধদল 'দলমাত্রা' অনুযায়ী এখানে এক মাত্রার মূল্য পায়।

উদাহরণ —

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২
ও কী মহিনের ঘোড়া ? / ও কি জেব্রা নয় আমাদের ?

১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২
অলৌকিকতার কাছে / সবার আকৃতি ঝরে যায়।

যেহেতু পদান্তের রুদ্ধদল ছাড়া অন্য সমস্ত মুক্ত ও রুদ্ধদল এক মাত্রা, সেহেতু এই ছন্দ সর্বাধিক পরিমাণে রুদ্ধদল শোষণ করতে পারে। এই বিষয়টিকে ছন্দ-আলোচনায় বলা হয় মিশ্রবৃত্ত ছন্দের 'শোষণশক্তি'।

উদাহরণ —

ᴗ ᴗ – ᴗᴗ – ᴗᴗ ᴗᴗᴗᴗ
'পাখি সব করে রব / রাতি পোহাইল' (৮ + ৬)

—এই কাব্যাংশে মাত্র ২টি রুদ্ধদল আছে। কিন্তু শব্দ পরিবর্তন ক'রে যদি রুদ্ধদলের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো যায়, তবুও পঙ্‌ক্তিতে মাত্রা-সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না —

– ᴗ – ᴗᴗᴗ – ᴗ – ᴗ ᴗᴗᴗᴗ
'পক্ষীবৃন্দ কলকণ্ঠ / রাত্রি প্রভাতিল।'

— এই ক্ষেত্রে রুদ্ধদলের সংখ্যা ২ টির পরিবর্তে ৪ টি হয়েছে, কিন্তু পঙ্‌ক্তিতে মাত্রা সেই ৮ + ৬।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দের পর্ব সাধারণত দীর্ঘাকৃতি। এই ছন্দে পর্বের পরিমাপ ৬,৮,১০ মাত্রার হয়ে থাকে। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যেতে পারে কয়েকটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া মিশ্রবৃত্ত ছন্দের পর্ব জোড় সংখ্যাবিশিষ্ট হয় এবং এই ছন্দে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির মধ্যে অপূর্ণ পর্ব সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তাই মিশ্রবৃত্তে অপূর্ণ পর্বের অস্তিত্ব অনুপস্থিত ।

পর্ব ও পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের দিক থেকে মিশ্রবৃত্ত ছন্দেও নানা বৈচিত্র্যসৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তার মধ্যে পয়ার (৮ + ৬) এবং ত্রিপদী (৬ + ৬ + ৮) সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত। এছাড়াও রয়েছে

Scanned with CamScanner

আরো নানা বৈচিত্র্য। যেমন — মহাপয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী, দীর্ঘ চৌপদী, দিগক্ষরা, একাবলী ইত্যাদি। উদাহরণ —

পয়ার	ঃ	মহাভারতের কথা / অমৃত সমান I	৮ + ৬
মহাপয়ার	ঃ	একথা জানিতে তুমি/ভারত ঈশ্বর শাজাহান I	৮ + ১০
ত্রিপদী	ঃ	সুখের লাগিয়া / এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল I	৬ + ৬ + ৮
দীর্ঘ ত্রিপদী	ঃ	নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা / সোনার আঁচল খসা হাতে দীপশিখা I	৮ + ৮ + ৬
চৌপদী	ঃ	অর্ধেক জীবন খুঁজি / কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি স্পর্শ লভেছিল তার / এক পল ভর I	৮ + ৮ + ৮ + ৬
দীর্ঘ চৌপদী	ঃ	স্বাতী নক্ষত্রের থেকে / সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে / কোনো আলো, কোনো ঋজু / আকাশের আলোর নির্যাস I	৮ + ৮ + ৮ + ১০
দিগক্ষরা	ঃ	রাত্রি যবে / হবে অন্ধকার I বাতায়নে / বসিও তোমার I	৪ + ৬ = ১০
একাবলী	ঃ	দুখিনীর দিন / দুখেতে গেল I মথুরা নগরে / ছিলে তো ভালো I	৬ + ৫ = ১১

এছাড়াও বহুবিধ মাত্রা ও পর্বের বিন্যাসে মিশ্রবৃত্তের পঙ্‌ক্তি বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে পারে।

অতএব **'মিশ্রবৃত্ত'** বা **'অক্ষরবৃত্ত'** সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় —

ক) প্রকৃতিগতভাবে মিশ্রবৃত্ত ছন্দ —

১) দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহিত,

২) যে কোন বিষয় উপস্থাপনের অনুকূল,

৩) বিশেষত দীর্ঘ আখ্যানকাব্য বা গম্ভীর ভাবদ্যোতক কাব্যের উপযোগী,

এবং

খ) ছন্দ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই ছন্দে —

১) মুক্ত দল একমাত্রা এবং রুদ্ধ দলে মিশ্ররীতি প্রযুক্ত। একক এবং পদান্তের রুদ্ধ দল দুই মাত্রা, অন্যত্র রুদ্ধদল একমাত্রা,

২) সর্বাধিক শোষণশক্তিসম্পন্ন,

৩) দীর্ঘ পর্ব বিশিষ্ট (৬, ৮, ১০ মাত্রার পর্ব) —

৪) — এবং পর্বগুলি সর্বদাই জোড় সংখ্যার,

৫) অপূর্ণ পর্বের অস্তিত্ব রক্ষার অবকাশ নেই,

৬) ব্যতিক্রম সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তানযুক্ত বা সুরপ্রধান ও

৭) প্রধানত ধীর লয়যুক্ত।

Scanned with CamScanner